গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
প্রশাসন শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mos.gov.bd

বিষয়: মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন, নাম পরিবর্তন এবং কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী, প্রতিমন্ত্রী নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
তারিখ	:	০২-০৩-২০২৩
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাদের তালিকা: পরিশিষ্ট-'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বলেন, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ব্যাপক কর্মকান্ডের সাথে এর নামটি যথোপযুক্ত করার জন্য আজকের সভা আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে সভা পরিচালনা করার জন্য অনুরোধ করেন। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সভায় বলেন যে, Rules of Business, 1996 এর Schedule-I (Allocation of Business among the different Ministries and Divisions) অনুসারে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কর্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণের উদ্দেশ্যে আজকের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার আয়োজন করা হয়েছে।

০২। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আরো বলেন যে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দায়িত্বপালনকালে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি বিভাগ হিসাবে "Ports, Shipping and Inland Water Transport Division" নামে কর্ম পরিচালনা করত। পরবর্তীতে ১৯৮৮ সালে বন্দর, জাহাজ চলাচল ও অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন বিভাগটি "**নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়** - Ministry of Shipping" নামে নামকরণ করা হয় ও মন্ত্রণালয় হিসাবে যাত্রা শুরু করে। তিনি উল্লেখ করেন যে, **Allocation of Business** অনুসারে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী হচ্ছে: বন্দরসমূহ (সমুদ্র, নদী ও স্থল) স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা করা; দেশীয় মালিকানায় আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ নৌপথে চলাচলকারী সকল ধরনের নৌযানের অনুমোদন ও লাইসেন্স প্রদান; আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নৌযান পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রটোকলে অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধি প্রেরণ এবং দেশীয় পর্যায়ে আইন, বিধি ও নীতিমালা প্রণয়ন; আন্তর্জাতিক এবং দেশীয় পর্যায়ের নৌযানসমূহের জন্য দক্ষ মানব সম্পদ তৈরি করা; অভ্যন্তরীণ নৌপথের নাব্যতা রক্ষা করা; নৌপথের সীমানা নির্ধারণ এবং অবৈধ দখল উচ্ছেদ এবং নৌপথসমূহকে দূষণ মুক্ত রাখা। কিন্তু মন্ত্রণালয়ের কর্ম পরিধি ও কার্যাবলির সাথে মন্ত্রণালয়ের বর্তমান "নৌপরিবহন" নামটি self explanatory না হওয়ায় মন্ত্রণালয় কর্তৃক বৈদেশিক এবং দেশীয় ফোরামে কর্ম সম্পাদনে অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় বা কখনো কখনো ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়।

সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় আরো বলেন, আন্তর্জাতিক নৌ বাণিজ্য, জাহাজ চলাচল ও সমুদ্র বন্দর, স্থল বন্দর, নদী বন্দর ব্যবস্থাপনা, মেরিটাইম, মেরিটাইম শিক্ষাসহ এ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলের বিভিন্ন পর্যায়ে চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করা, সভা-সেমিনারে অংশগ্রহণ এবং প্রশিক্ষণে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি প্রায়শই অংশগ্রহণ করে থাকে। "Ministry of Shipping" এর প্রতিনিধিকে মন্ত্রণালয়ের উক্ত নামকরণের কারণে প্রায়শই সম্পাদিত কার্যাবলী সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়। ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মেরিটাইম ও নৌ সেক্টরকে

অধিকতর স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে এবং দেশের মেরিটাইম সংক্রান্ত কার্যাদি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টকরণের জন্য বর্তমান নামটি পরিবর্তন করা প্রয়োজন। এজন্য এ মন্ত্রণালয়ের নাম "Ministry of Ports, Shipping and Maritime" নামকরণের প্রস্তাব করা হলো।

০৩। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ বলেন যে, তাকে প্রায়ই বিভিন্ন ফোরামে স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ কেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে কাজ করে, তার ব্যাখ্যা প্রদান করতে হয়। প্রতিবেশী দেশ ভারতে স্থলবন্দরসমূহ Foreign Affairs Ministry এর অধীনে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে বন্দরসমূহ মালামাল আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে Multimodal Hub হিসাবে কাজ করছে। আমাদের প্রতিবেশী দেশসমূহের সাথে মালামাল/পণ্যসমূহ সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর ব্যবহার করে পরিবহন করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে উভয় ধরণের বন্দর একই প্রশাসনিক পরিচালনাকারী হিসেবে মন্ত্রণালয়ের অধীনে থাকলে কর্ম সম্পাদনে সুবিধা বেশি হবে। তিনি স্থলবন্দর এবং সমুদ্র বন্দর Rules of Business অনুসারে এই মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত নাম সঠিক মর্মে মত প্রকাশ করেন।

০৪। ত্রাণ ও দুর্যোগ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, দেশের অভ্যন্তরে নৌপথে প্রায়ই নৌযানে বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এসকল দুর্ঘটনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ে অনেক করণীয় দায়িত্ব-কর্তব্য রয়েছে। তাই মন্ত্রণালয়ের নামে Water ways যুক্ত করা যায় কিনা- তা বিবেচনার বিষয়ে মত ব্যক্ত করেন।

০৫। শিল্প মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন, বাংলায় প্রস্তাবিত নাম "বন্দর, জাহাজ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়" এর জাহাজ শব্দে শিল্প মন্ত্রণালয়ের আপত্তি রয়েছে। কারণ শিল্প মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাহাজ নির্মাণ শিল্প এবং জাহাজ ভাঙ্গা শিল্প কাজ করে। ফলে জাহাজ শব্দটি পরিবর্তন হলে ভাল হবে মত ব্যক্ত করেন। এক্ষেত্রে সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন, এই মন্ত্রণালয় জাহাজ বলতে জাহাজ চলাচলকে বুঝাচ্ছে- যাকে ইংরেজিতে Shipping বলা হয়েছে। Ship Building/Breaking এবং Shipping ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

০৬। যুগ্মসচিব, (উন্নয়ন) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বলেন যে, বাংলায় প্রস্তাবিত নাম "বন্দর, জাহাজ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়" এ বন্দরের সাথে স্থলবন্দর শব্দটি যুক্ত করা যায় কিনা এবং ইংরেজি প্রস্তাবিত নাম "Ministry of Ports, Shipping and Maritime" সঠিক আছে।

০৭। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি বলেন যে, বাস্তব প্রেক্ষাপটে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগটি যথার্থ। তিনি বলেন, ইংরেজি নামটিতে শব্দগুলি পুনর্বিন্যাস করে "Ministry of Shipping, Ports and Maritime Affairs" করা হলে সর্বক্ষেত্রে সন্তোষজনক প্রতিফলন পাওয়া যাবে।

০৮। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারের সকল মন্ত্রণালয়কে ১৭টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭ নং সেক্টর পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের অধীনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় রয়েছে। সেখানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে যে সকল কার্যাবলী রয়েছে তা হচ্ছে নৌপথের যোগাযোগ, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ, নাব্যতা বৃদ্ধি, নৌ বন্দরসমূহের ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, সমন্বিত ড্রেজিং কার্যক্রম, চট্টগ্রাম-মোংলা-পায়রা বন্দরের উন্নয়ন, স্থলবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে দক্ষ নাবিক তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ। সেক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের ইংরেজি নামটির সাথে Maritime Affairs শব্দটি যুক্ত করা হলে অধিক যুক্তিযুক্ত হবে।

০৯। স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, Shipping শব্দটি অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশগামী নৌযান চলাচলকে বুঝানো হলে নামটি সঠিক রয়েছে।

১০। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, ইংরেজিতে প্রস্তাবিত মন্ত্রণালয়ের নামকরণ Ministry of Ports, Shipping and Maritime Affairs করা হলে তা মন্ত্রণালয়ের কর্ম পরিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। বাংলায় প্রস্তাবিত নামটি যথার্থ রয়েছে।

১১। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, Maritime Affairs বিষয়ে Ministry of Foreign Affairs এর একজন কর্মকর্তা কাজ করছেন। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজের সাথে তাদের কাজের কোনো overlapping হয় কিনা তা যাচাই করা দরকার।

১২। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, বাংলায় প্রস্তাবিত নামটি "বন্দর, জলজ পরিবহন এবং সমুদ্র পরিবহন" করা যায় কিনা তা ভেবে দেখা যেতে পারে।

১৩। লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের প্রতিনিধি জানান যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের ইংরেজিতে প্রস্তাবিত নামকরণ Ministry of Ports, Shipping and Maritime এর সাথে Maritime Affairs যুক্ত করলে নামকরণটি যুক্তিযুক্ত হবে। তিনি আরো বলেন, Maritime Affairs বিষয়ে Ministry of Foreign Affairs এর একটি শাখা কাজ করে। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কাজের সাথে তাদের কাজের যেন Overlapping না হয়। তিনি বলেন যে, Rules of Business অনুসারে নদী দূষণ রোধে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কোন কার্যক্রম রয়েছে কিনা? যুগ্মসচিব (প্রশাসন) বলেন যে, Rules of Business এর ১৩নং ক্রমিকে নদী দূষণ রোধে কার্যক্রমের কথা উল্লেখ রয়েছে।

১৪। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জানান যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কর্মপরিধির মধ্যে Regulatory, Management and Human Resources বিষয়ক নাম গুলি ছোট হলে ভালো হয়। তিনি নামটি Ministry of Ports, Water Transport and Maritime Affairs হলে ভালো হয় মর্মে জানান।

১৫। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতিনিধি বলেন যে, কোন মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তন কার্যক্রমের সাথে সাথে উক্ত মন্ত্রণালয়ের Rules of Business এর আওতায় Allocation of Business এর পরিবর্তন করলে একই সাথে দুটি কাজ সম্পাদিত হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে মেরিন একাডেমীসমূহে মেরিন ক্যাডেটদের লেখাপড়া করানো হয়। এক্ষেত্রে ইংরেজিতে নামকরণ Ministry of Ports, Shipping and Maritime Affairs হলে ভালো হয়। সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় জানান যে, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় মেরিন একাডেমীসমূহের শুধুমাত্র ব্যবস্থাপনা দেখে থাকে। একাডেমিক বা শিক্ষাগত বিষয়গুলি "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয়" কর্তৃক পরিচালনা করা হয়।

১৬। বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের প্রতিনিধি বলেন যে, ইংরেজি নামের ক্ষেত্রে Shipping শব্দটি থাকলে তাদের কর্ম পরিচালনা সুবিধা হবে।

১৭। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি জানান যে, মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত নাম দুটি যথার্থ। তিনি অন্যান্য প্রতিনিধির মতো ইংরেজি নামের ক্ষেত্রে Maritime Affairs শব্দটি ব্যবহারে মত প্রকাশ করেন।

১৮। নৌপরিবহন অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, প্রস্তাবিত নাম বাংলায় বন্দর, জাহাজ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় এবং ইংরেজিতে "Ministry of Ports, Shipping and Maritime Transport" করা যেতে পারে।

১৯। মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে সকলে উপস্থিত হয়ে মূল্যবান মতামত প্রদান করায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি আরো বলেন, মন্ত্রণালয়ের নাম Ministry of Shipping এবং অধিদপ্তরের নাম Directorate of

Shipping দুটিই কাছাকাছি হওয়ায় বহির্বিশ্বে প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের কার্যপরিধির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নামকরণের এই উদ্যোগকে তিনি সাধুবাদ জানান। তিনি নাম পরিবর্তনের ও প্রস্তাবিত নামের সাথে একমত পোষণ করেন। পরিশেষে তিনি ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম শেষ করেন।

২০। সার্বিক আলোচনা এবং উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের নাম পরিবর্তনের সদয় সম্মতি প্রদান করেন।

(খ) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের বর্তমান নামটি পরিবর্তন করে নিম্নরূপ নামকরণ করা যেতে পারে:

বাংলায় নাম	ইংরেজিতে নাম
বন্দর, জাহাজ ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়	Ministry of Ports, Shipping and Maritime Affairs

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ১৩-৩-২০২৩
খালিদ মাহ্‌মুদ চৌধুরী
প্রতিমন্ত্রী
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

নং- ১৮.০০.০০০০.০১৬.১৫.০১৩.২৩-১০৭

তারিখ: ০৫ চৈত্র, ১৪২৯ / ১৯ মার্চ, ২০২৩

সদয় অবগতির জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
২) সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়
৩) সিনিয়র সচিব, অর্থ বিভাগ
৪) সিনিয়র সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৫) সিনিয়র সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
৬) সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৭) সিনিয়র সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
৮) সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯) সচিব , অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
১০) সচিব, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ
১১) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ
১২) সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
১৩) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ
১৪) সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়
১৬) সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৭) সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়
১৮) সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
১৯) সচিব, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ
২০) সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়
২১) সচিব, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ
২২) সচিব, সচিবের দপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়
২৩) সচিব, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৪) সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
২৫) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
২৬) সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
২৭) সিনিয়র সচিব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়
২৮) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
২৯) সচিব, বিদ্যুৎ বিভাগ
৩০) সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৩১) সচিব, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৩২) সচিব , মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
৩৩) সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৩৪) সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়
৩৫) সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
৩৬) সিনিয়র সচিব, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৩৭) সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
৩৮) সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩৯) সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
৪০) সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
৪১) সচিব, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
৪২) সচিব, সেতু বিভাগ
৪৩) সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
৪৪) সচিব , সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪৫) সিনিয়র সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
৪৬) সচিব , মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪৭) সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
৪৮) সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
৪৯) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সকল)
৫০) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা
৫১) নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব (সকল)

<u>অনুলিপি:</u>

১। মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সচিবের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৯/১০/২০২০

(এস.এম হুমায়ুন কবির সরকার)
উপসচিব (প্রশাসন-১)
ফোনঃ ৫৫১০০৯৩৬